দৈনিক সংবাদ
তারিখ AUG 1 3 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

42

নাটুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে ॥ দুর্ঘটনার আশংকা

দর্শনা থেকে মাহফুজ উদ্দিন খান ঃ শতবর্ষের পুরনো জরাজীর্ণ ভবনে নাটুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে। যেকোন সময় বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ধসে জীবনহানির আশংকা রয়েছে। ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট এক যুগ আগে বিদ্যালয় ভবনটিতে পাঠদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার নাটুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন জমিদার শিক্ষানুরাগী নফর পাল চৌধুরী মনোরম পরিবেশে ১৫ কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করেন। বিদ্যালয়ের এ ভবনটি এ এলাকায় 'হাজার দুয়ারী' নামে পরিচিত। স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার ৮ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধটি বিদ্যালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী বিদ্যালয় ভবনকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। এতে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংরক্ষণের কারণে ভবনের ছাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। শতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এবং স্থাপত্যের নিদর্শনটি মেরামত ও সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮ সালের ২২শে জুন ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট চুয়াডাঙ্গা শাখার সহকারী প্রকৌশলী শামসুল হুদা সইকৃত ৬৩/এ ই স্মারকে বিদ্যালয়ের ভবনে পাঠদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এতদসত্ত্বেও বাধ্য হয়েই ৮ শতাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে। গত ৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীর্জা সুলতান রাজা, এডভোকেট ইউনুস আলী, সোলায়মান হক জোয়ার্দার সেলুন, চুয়াডাঙ্গার এডিসি (রাজস্ব) সহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়ের ভগ্নাদশা ভবন দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ের ভবন মেরামত ও সংস্কার বাবদ আনুমানিক ৪০ লাখ টাকার প্রকল্প অনুমোদনের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক গত ১৯৮৯ সালের ১৫ই মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন কিন্তু দীর্ঘদিনেও এর প্রতিকার হয়নি।